



273445 - ইন্সুরেন্স কোম্পানি ও পনেশন কর্তৃপক্ষ থেকে মৃত্যুজনতি যে অনুদান বা ক্ষতিপূরণ দয়া হয় সটো কি পরতিযকত সম্পত্তিতে যুক্ত হবে

প্রশ্ন

আমার দাদা মারা গছেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন)। তার মৃত্যুর পর ইন্সুরেন্স ও পনেশন কর্তৃপক্ষ তার অনুকূলে মৃত্যুজনতি অনুদান দিয়েছে। আমাদের দেশে যটোকে বলা হয়: 'আল-খারজি'। প্রশ্ন হল: এ অনুদান কি পরতিযকত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত যে, মৃতব্যক্তির ওয়ারশিরা এর মালিকি হবে? নাকি এর সম্পূর্ণ অংশ মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে দেওয়া হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নকারী বোনরে দেশে মৃত্যুজনতি যে অনুদান বা ক্ষতিপূরণ দয়া হয় সটো সম্পর্কে আমরা যা জানতে পরেছি তা হল—মৃতব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যাদেরকে নির্দিষ্ট করবনে তাদেরকে এ অনুদান দয়া হয়। যদি তিনি কাউকে নির্বাচন করনা যান তাহলে ইন্সুরেন্স কর্তৃপক্ষ (বধিবা) স্ত্রীকে অনুদান প্রদান করে। যদি স্ত্রী না থাকে তাহলে নাবালগ সন্তান ও অববিহতি ময়েদেরকে প্রদান করে। যদি এদের কেউই না থাকে তাহলে পতিমাতাকে প্রদান করে...। বিস্তারতি ইন্সুরেন্স কর্তৃপক্ষ থেকে জানা যাবে।

এ অনুদানরে পরিমাণ: যে ব্যক্তি চাকুরীতে থাকা অবস্থায় মারা গছেন তার ক্ষত্রে যে মাসে মারা গছেন সে মাসরে বতেন ও পরবর্তী আরও দুই মাসরে বতেন। আর যদি পনেশন ভোগ করা অবস্থায় মারা গছেন তিনি যে মাসে মারা গছেন সে মাসরে পনেশন ও পরবর্তী আরও দুই মাসরে পনেশনরে পরিমাণ অর্থ।

যহেতু এই ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির কারণ হচ্ছে—মৃতব্যক্তি; তিনি চাকুরী করা এবং তার বতেনরে একটি অংশ ইন্সুরেন্সরে জন্য কটে রাখা। সুতরাং এ অনুদান পরতিযকত সম্পত্তি হিসেবে সকল ওয়ারশিরে মাঝে বণ্টণ করতে হবে। ইন্সুরেন্স কোম্পানীর নিয়মরে দিকে তাকানো হবে না। কেননা বাস্তবিকপক্ষে এটি তাদের পক্ষ থেকে অনুদান নয়।

যদি আমরা ধরতে নাহি যে, এই "খারজি" নামক অনুদান চাকুরীজীবীর বতেন থেকে কটে রাখা অর্থ নয়; বরং এটি "সার্ভিস" এর কারণে "অনুদান" সক্ষেত্রেও এটি মৃতব্যক্তির কর্মফল ও নিজরে কামাই। সুতরাং জীবদ্দশায় তিনি যে সব সম্পত্তি উপার্জন করেছেন এ অর্থকেও সে সব সম্পত্তির অধিকৃত করা হবে এবং এটাও ওয়ারসিদরে মাঝে বণ্টিত হবে।



'আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া' গ্রন্থে (১১/২০৮) রয়েছে: শাফয়েমি মাযহাবের আলমেগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মৃতব্যক্তি বঁচে থাকতে তার কোন তৎপরতা যদি এমন কোন সম্পদ হাছলির কারণ হয় যা মৃত্যুর পর তার মালিকানায় এসছে তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে সেটোও গণ্য হবে। যমেন— এমন শিকারকৃত প্রাণী যটো মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় যে জাল পতে ছিলেন সে জালে ধরা পড়ছে। যহেতে শিকারের জন্য মৃতব্যক্তির জাল পাতটা মালিকানার কারণ। অনুরূপভাবে তিনি যদি কোন মদ রখে মারা যান; কিন্তু তার মৃত্যুর পর সে মদ সরিকাতে পরণিত হয়ে যায়।[সমাপ্ত] দেখুন: আসনাল মাতালবি (৩/৩) ও তুহফাতুল মুহতাজ (৬/৩৮২)]

কোন চাকুরীজীবী যখন হকদারদের নরিদষ্টি করবনে তখন তার উপর আবশ্যক সকল ওয়ারশিদরে নাম উল্লেখ করা এবং ওয়ারশিদরেককে ওসয়িত করে যাওয়া যে, ক্ষতপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের মালিকি সকল ওয়ারশি। কোননা হতে পারে, তিনি যাদরে নাম লখিছেলিনে এর পরে নতুন কটে ওয়ারশি হয়ছেনে কথিবা কোন ওয়ারশি মারা গছেনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।